*Pratidhwani the Echo*
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.55-61*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# 'মাতৃত্ব'- শুধুই কি নারীদের ধর্ম? একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

**ড. মৃণাল কান্তি সরকার**
*সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বিধান নগর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract:***
*The word, "mother", is multidimensional. Though it is a tiny word but it has deep philosophical and emotional aspects. The concept of mother and motherhood are not same though they seem to be identical in general way. In normal social structure, we consider a woman as a mother who conceives a baby in her own womb and gives birth to it. But it can to be the only criteria to be considered as mother as there are many women who are unable to conceive a baby in their own womb due to physical, professional, biological issues, but they adopt babies or take help of surrogate mothers to fulfill their desire of motherhood. In these cases we can't say they those women are not mothers. And apart from these, the emotion of motherhood can be found in many relationships in our society and family, like - aunts, uncles, grandfather, and grandmother and so on. The idea or concept of motherhood gives us feelings of love, affection, care etc. and these emotions are available and expressed by above mentioned people as well apart from mothers. And one more important aspect is gay couples. When a gay couple opt for child and get it by any means either by adopting one or by taking help of surrogate mother, they love the baby equally as a woman is believed to do the same. The concept of "mother" can be related to women only but the concept of "motherhood" has no gender barrier or limitation.*

**Keywords: Mother, Motherhood, Surrogate mother, Affection. Love, Care, Parenting, Homosexuality, Adoption**

**ভূমিকা:** 'মা' শব্দটি গভীর ব্যঞ্জনাময় এবং এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। আমরা যেমন 'জন্মদাত্রী মা' কে 'মা' বলি, তেমনি মাতৃসুলভ স্নেহ, ভালোবাসা, যত্ন যার থেকে পাই, তাকেও অনেক সময় 'মা' বলে ডাকি। আমাদের সংস্কৃতিতে ধরিত্রীকে মা বলে সম্বোধন করা হয়। 'মা' এর ধর্ম মাতৃত্ব।

মাতৃত্ব মেয়েদের সহজাত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। মা সন্তান কে নিজের জঠর থেকে জন্ম দেন বলে, সন্তানের সঙ্গে মায়ের নাড়ীর টান, মায়ের যত্নে, ভালোবাসায় সন্তান বড় হয়ে ওঠে। এই বড় হয়ে ওঠার পিছনে মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশী। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে পিতার চেয়েও মা বড়। "পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাত্। অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ"।[১] প্রচলিত কথাই রয়েছে যে, যে মানুষের মধ্যে দেবত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে, তিনি'ই মা।

সিস্টার নিবেদিতা লিখেছেন, 'মাতৃত্ব' বলতে বোঝায় – অতলস্পর্শী মাধুর্য, অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন, নিষ্কলুষ পবিত্রতা ,মাতৃত্ব হচ্ছে অসীম ধৈর্য, সুন্দর ব্যবহার, সহ্যশক্তি। 'মাতৃত্ব' একটি অসামান্য দিব্যভাব। মাতৃত্ব

ভয়কে জয় করে। একটি মেয়ে হয়ত কুকুরকে ভয় করে কিন্তু সে যখন মা হয়, তখন সে সন্তানকে বাঁচাতে একটি সিংহের সামনে যেতেও ভয় করে না, এই যে নির্ভীকতা, ত্যাগ এটিই হল মাতৃত্ব।[২]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন- মাতৃত্বের ব্যাপ্তি এতই বড় যে আত্মস্বার্থের শৃঙ্খলাগুলি সেখানে থাকে না, থাকতে পারে না। অর্থাৎ মাতৃত্ব হল একটি ভাব বা আদর্শ। এই মাতৃত্ব পুরুষ বা মহিলা যারই চরিত্রে বিকশিত হয় তাঁরই জীবনের মান বা মূল্য বেড়ে যায়। মা হওয়ার জন্য সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা বা Biological Mother হওয়াটা একে বারেই আবশ্যিক শর্ত নয়।[৩]

প্রখ্যাত জার্মানি দার্শনিক এবং মনস্তত্ত্ববিদ এরিক ফ্রম (Erich Fromm) ও একই কথা বলেছেন-
'A mother is not just someone who gave birth to a child. If you ask me, a mother represents the combination of feelings, behaviors and sacrifices that occur while raising a child, whether the child is biologically hers or not'. অর্থাৎ মা কেবল সন্তান জন্ম দেন, এমন নয়। বরং তার অতিরিক্ত অনেক কিছুর এক অনন্য আধার হলেন মা, যার মধ্যে সন্তানের জন্য উৎসারিত যাবতীয় অনুভূতি, আচরণ, সন্তানের জন্য যাবতীয় ত্যাগের এক অপূর্ব সমাহার লক্ষ্য করা যায়, সেই সন্তান তাঁর গর্ভজাত হোক্ অথবা না হোক্।[৪]

মাতৃত্ব শুধু মেয়েদের সম্পদ নয়। একজন পুরুষ ব্যক্তি, এমন কি ইতর - প্রাণীও এই সম্পদে সম্পদশালী হতে পারে। ভগবান বুদ্ধ সমস্ত জগতের মানুষকে দুঃখ যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে নিজের স্ত্রী, পুত্র - পরিবার সব ত্যাগ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেয়েদের দুঃখ যন্ত্রণা লাঘবের জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম, যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা দেখে কি বলা যায়- 'মাতৃত্ব' শুধু মেয়েদের সম্পদ? মাতৃত্ব, মাতৃভাব- এর মাহাত্ম্য সর্বকালে, সর্বস্থানে স্বমহিমায় স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগে অবতার পুরুষেরা সেই কথাই স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। যেমন, শ্রী রামকৃষ্ণ এসেছিলেন জগতে মাতৃভাব প্রচার করতে, তিনি বলেছিলেন 'মাতৃত্ব' হল মেয়েদের সহজাত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। এজন্যই তিনি শ্রীমা সারদা দেবীকে রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরেও তাঁর শিষ্যদের এবং ভক্তদের নিজের সন্তানের মতো আগলে রেখেছেন এবং সকলের মঙ্গল কামনায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সকল ভক্ত বা শিষ্যদের পাশে থাকার এবং তাঁদের মনোবল বাড়ানোর জন্য সবসময় সচেষ্ট হয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যা কেবল মাত্র একজন মা মনের অন্তস্থল থেকে করতে পারেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি পাতানো মা নই, সত্যিকারের মা-জন্মজন্মান্তরের মা'।[৫] আজ সমস্ত জগতের কাছে মাতৃত্বের রোল মডেল তিনি। তিনি বলেছেন, "যখন দুঃখ পাবে, বিফলতা আসবে, জানবে আর কেউ না থাকুক, তোমার একজন মা আছেন"। এমন আশ্বাসের কথা, ভরসার কথা নিজের মা ছাড়া আর কে বলতে পারেন।

ঠাকুরের যোগ্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, সবার স্বামীজী বলেছেন- ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব। প্রত্যেকটি নারীর মধ্যেই থাকে সেবাপরায়নতার ধর্ম। একজন মা সবকিছু স্বার্থ ত্যাগ করে সন্তানের সেবা করেন। স্বামীজীও জীবের সেবা করেছেন। স্বামীজী বলতেন মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই ভগবানের উপাসনার কথা। এও একধরনের মাতৃভাব। মা (Mother), মাতৃত্ব (Motherhood) এই ধর্ম দুটি না থাকলেও সন্তানের প্রতি যত্ন, ভালোবাসা, সেবা ও ত্যাগ (Mothering) স্বামীজীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কাজেই, একথা বলা যায় যে, মা হওয়ার জন্য গর্ভধারণ করাটা আবশ্যিক নয়। Mother , Motherhood ও

Mothering- অর্থাৎ মা, মাতৃত্ব এবং মাতৃভাব- এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে একপ্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

'মাদার টেরিজা' নামটি উচ্চারণ করার সাথে সাথেই যে ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তা হল, তিনি হলেন 'মা' আমাদের সবার মা। তিনি আমাদের গর্ভধারিণী মা নন, কিন্তু একজন সত্যিকারের মা। ক্ষুদ্রকায়, অশক্ত চেহারার এক নারী, পরণে সাদা শাড়ী, কলকাতার বস্তিতে, এমনকি লন্ডনেও যে সব দরিদ্র লোকের বাস, তাঁদের প্রেম ও করুণা দান করেছেন। তাঁর অসাধারণ কাজের জন্য সারা পৃথিবী তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়েছে। যাঁরা দুঃস্থ, অনাথ, প্রতিবন্ধী, যাঁরা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এবং যাঁরা মৃত্যুপথযাত্রী, তাঁদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন একের পর এক আশ্রয়স্থল। তিনি দরিদ্রদের সেবা ও ভালবাসতে শিখিয়েছেন। এ যুগের সবচেয়ে অসাধারণ নারী এবং মা হলেন মাদার টেরিজা। তিনি জন্মদাত্রী মা (Biologically Mother) না হয়েও তিনি সবার মা।[৬]

**ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'মাতৃত্ব':** 'মা' এর ধর্ম বা সত্তা হল মাতৃত্ব। 'মাতৃত্ব' ধর্ম কাকে বলব, তা নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করা যায়। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'মাতৃত্ব' ধর্মটিকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি তা বিচার করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের বৈশেষিক সম্প্রদায় পদার্থতত্ত্ববাদী*। তাঁরা সপ্তপদার্থবাদী - যাতে সামান্য একটি পদার্থ রূপে স্বীকৃত। দেখা যাক 'মাতৃত্ব' ধর্মটিকে আমরা সামান্য পদার্থের অন্তর্গত করতে পারি কিনা ? তার আগে সামান্য পদার্থটির স্বরূপ সম্পর্কে অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বৈশেষিক মতে সামান্য পদার্থটি অবশ্য স্বীকার্য। কারণ, এর জ্ঞান আমাদের হয়। বৈশেষিক সম্প্রদায় মনে করেন যে সামান্য বা জাতি পদার্থটিকে আমরা স্বীকার না করলে শত শত অনুভব বা ব্যবহারের ব্যাখ্যা দিতে পারব না। জগতে অসংখ্য টেবিল আছে; প্রতিটি টেবিলের আকার, আয়তন, বর্ণ, পরিমাণ সবই পৃথক। কিন্তু এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রত্যেকটিকে 'টেবিল' বলছি। কারণ সবকটি পদার্থে ভিন্নতা সত্ত্বেও 'টেবিলত্ত্ব' নামক একটি সাধারণ ধর্ম প্রত্যেক টেবিলে রয়েছে এবং এই ধর্মটি কেবল টেবিলেই আছে , টেবিল ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে টেবিলত্ত্ব ধর্ম থাকে না।

'টেবিলত্ত্ব' এমন একটা ধর্ম যে ধর্মটি থাকলে 'টেবিল'-টি টেবিল পদবাচ্য হয়ে ওঠে বা টেবিলকে আমরা 'টেবিল' বলতে পারি। বৈশেষিকগণ এই ধর্মটিকেই সামান্য বা জাতি বলেছেন। 'সামান্য' একটি অনুগত জাতি ধর্ম, যা একজাতীয় সকল পদার্থের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান থাকে।

বৈশেষিক দর্শনে এই সামান্যের লক্ষণে বলা হয়েছে "নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম'। অর্থাৎ সামান্য নিত্য পদার্থ, এবং অনেক পদার্থে সমবেত। অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। সামান্য নিত্য, যদিও সেটি যে আশ্রয় ব্যক্তিতে আশ্রিত থাকে সেগুলি অনিত্য। টেবিলে টেবিলত্ব ধর্মটি বর্তমান থাকে সমবায় সম্বন্ধে। সমবায় সম্বন্ধ নিত্য। তাই টেবিলের নাশে টেবিলত্বের নাশ হয় না। সুতরাং বৈশেষিক মতে সামান্য বা জাতি নিত্য, এক এবং অনেকানুগত পদার্থ ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে আমরা মা -এর ধর্ম 'মাতৃত্ব'কে কি সামান্য বা জাতি আখ্যা দিতে পারি? 'মা'-এর অসাধারণ ধর্ম কি 'মাতৃত্ব'? অর্থাৎ এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে মাতৃত্ব ধর্মটি কি সকল মা- তে সমানভাবে সমবেত? এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, সামান্য বা জাতির দুটি কাজ – অনুগত বুদ্ধি ও ব্যাবৃত্তি বুদ্ধি। অর্থাৎ টেবিলত্ব ধর্ম স্বীকার করে সকল টেবিলের বুদ্ধি (অনুগতবুদ্ধি)

যেমন ব্যাখ্যা করা যায়; তেমনি টেবিল ভিন্ন অন্যান্য সকল বস্তু থেকে টেবিলকে পৃথক (ব্যাবৃত্ত) ও করা যায়। কারণ টেবিলত্ব শুধুমাত্র টেবিলেই থাকে – অন্যত্র কোথাও থাকে না। টেবিলত্ব ধর্ম দ্বারা অন্যান্য বস্তু থেকে টেবিলকে পৃথক করা হল ব্যাবৃত্তি বুদ্ধি। সামান্য বা জাতির সাহায্যে দুটি কর্মই সাধিত হয়।

মাতৃত্ব কি মায়ের অসাধারণ ধর্ম– যা সকল মা-তেই আশ্রিত এবং মা ভিন্ন অপর কোন আশ্রয়ে আশ্রিত নয়? আমরা দেশমাতাকেও মা বলি, গঙ্গা নদীকেও মা আখ্যা দিই, ধরিত্রীকেও জননী নামে অভিহিত করি, ধাত্রী মাকেও মা ডাকি, আবার জন্মদাত্রী মাকেও মা বলি। তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কি মাতৃত্ব ধর্ম সমবেত? এক্ষেত্রে মাতৃত্ব ধর্ম বলতে কি বুঝি তা আগে স্থির করে নিতে হবে। যদি গর্ভধারণপূর্বক জন্মদান করেন যিনি তাতেই মাতৃত্ব ধর্ম থাকে, - এরূপ বলা হয় তাহলে অবশ্যই অপরাপর ক্ষেত্রগুলিকে সহজেই বর্জন করতে হবে এবং বলতে হবে যে মাতৃত্ব ধর্ম সবক্ষেত্রে সমবেত নয়। আবার গর্ভধারণপূর্বক জন্মদান করায় বিশেষ ব্যক্তিতে মাতৃত্ব স্বীকার করতে গেলে পালিকা মা বা বিশেষ পদ্ধতিতে তথা আধুনিক পদ্ধতিতে (IVF, Surrogate Motherhood) কেউ মা হলে তাকে আর 'মা' বলা যাবে না। কিন্তু ইতিপূর্বেই মমতাময়ীত্ব ধর্মগুলির দ্বারা মা বা জননীর বর্ণণা আমরা করেছি, যার ভিত্তিতে বলা হয়েছে 'মাতৃত্ব' কেবলমাত্র মেয়েদের ধর্ম নয়। এগুলি মায়ের আবশ্যিক অসাধারণ ধর্ম নাও হতে পারে। কোথাও মাতৃত্ব আছে, কিন্ত স্নেহময়ীত্ব ধর্মের অভাব আছে, অনুরূপভাবে কোথাও শারীরিকভাবে মা না হয়েও কেউ জননীরূপে চিহ্নিত হতে পারেন। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা মাদার টেরেসা, সারদা মা–র কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং বৈশেষিকের দৃষ্টিতে টেবিলত্ব যেমন জাতি, মাতৃত্ব- কে সেই অর্থে জাতি বলায় বাধা আছে। বৈশেষিক স্বীকৃত সামান্য বা জাতি হল নিত্য, এক এবং অনেকানুগত সাধারণ ধর্ম। যেমন, মনুষ্যত্ব ধর্মটি। মনুষ্যত্ব ধর্মটি নিত্য এবং সকল মানুষেই সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান। তাই এটি জাতি। ন্যায়- বৈশেষিক মতে সামান্য বা জাতি এক। সকল মানুষই একটিমাত্র জাতি বর্তমান, তাহল মনুষ্যত্ব। এখন, আমরা দেখেছি 'মাতৃত্ব' কেবল নারীর ধর্ম নয়, 'মাতৃত্বসুলভ' বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে থাকবে তারা সকলেই 'মা' পদবাচ্য হতে পারবেন। অর্থাৎ বলা যায়, 'মাতৃত্ব' ধর্মটি তাদের মধ্যে বর্তমান। তারমানে এই দাঁড়ালো 'মাতৃত্ব' মা মাত্রেরই (স্ত্রী/পুরুষ নির্বিশেষে মাতৃভাব সম্বলিত ব্যক্তিমাত্রই) সাধারণ ধর্ম হচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কি মাতৃত্বকে ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত সামান্য বা জাতির সমতুল বলা সঙ্গত হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, মাতৃত্ব জাতি নয়। ন্যায় - বৈশেষিক দর্শনে সামান্য বা জাতি 'এক' রূপে স্বীকৃত। সব মানুষের জাতি মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব একটিই। এখন 'মাতৃত্ব'কে জাতি বললে, সেই জাতির আশ্রয় ব্যক্তি 'মানুষ'ই হবে। ফলতঃ মানুষে একাধারে মনুষ্যত্ব ও মাতৃত্ব এই দুটি জাতি স্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে নির্বাধক সামান্যই কেবল জাতি হতে পারে। মা বাধক সামান্য সাধারণ ধর্ম হলেও জাতি হতে পারে না। 'মাতৃত্ব' ধর্মটিকে সে কারণেই জাতিরূপে স্বীকার করায় অসুবিধা রয়েছে।

**মাতৃত্ব, মা এবং মাতৃসুলভ আচরণ - একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি :** আমরা মাতৃত্বকে নারী অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপলব্ধি করি, কারণ এটি নারী জীবনের সাথে সর্বাধিক সংযুক্ত। এই মাতৃত্বই একটি পুরুষ থেকে একজন মহিলাকে পৃথক করে। প্রজননে একজন মহিলার ভূমিকা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি এবং এই মহিলাই হলেন মা। চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী একজন 'নারী'ই মা হয়ে ওঠেন যিনি কিনা একজন পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যৌন মিলনের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 'মা' এর সংজ্ঞাটাই বদলে যাচ্ছে। 'মাতৃত্ব' এবং 'মাতৃসুলভ আচরণ'কে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ভাবে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। 'মাতৃত্ব' কে নারীদের কেন্দ্রীক বিষয় বলা গেলেও 'মাতৃসুলভ আচরণ'

পুরোপুরি মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। 'মাতৃসুলভ আচরণ' হল শিশুর প্রতি যত্ন (mothering), ভালোবাসা, কর্তব্য ও শিক্ষা। একেবারে ন্যূনতম যত্নের মধ্যে রয়েছে শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া, খাবারের ব্যবস্থা করা, শিশুদের পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখা এবং পরিবার, সম্প্রদায়ের সাথে মানিয়ে নিতে তাদের শিক্ষিত বা সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টা করা। তবে 'মাতৃসুলভ আচরণ' কেবলমাত্র শিশুর প্রতি যত্ন ও ভালবাসায় সীমাবদ্ধ থাকে না, যে কোন বয়সের মানুষের প্রতি তা উৎসারিত হতে পারে। এর জন্য সন্তানের জন্ম দেওয়া আবশ্যিক নয়। এই কাজ একজন পুরুষ বা মহিলা যে কেউ করতে পারেন। তিনি মা হতে পারেন আবার বাবা, দাদু, দিদিমা, মাসিমা এবং যে কোনো নিকট আত্মীয়ও হতে পারেন। অর্থাৎ 'মাতৃত্ব' ও 'মাতৃসুলভ আচরণ'-এ দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্যের সীমারেখা টানা যেতে পারে। 'মাতৃত্ব' ধর্মটিকে কেবলমাত্র গর্ভধারণকারিণীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতাটি মাথায় রেখেই এই পার্থ্যকের কথা বলা যেতে পারে।

আমরা এবার গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাবো যে, মা (Mother) মাতৃত্ব (Motherhood) এবং মাতৃসুলভ আচরণ (Mothering) এর মধ্যে কি রূপ সম্পর্ক বর্তমান? 'মা' হলেন এমন মহিলা যাঁরা সন্তানের প্রতি যত্ন, স্নেহ ও ভালোবাসা ইত্যাদি কর্তব্য পালন করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি জৈবিক মা হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন। একজন মহিলা মা হতে পারেন কতগুলো শর্তের উপর নির্ভর করে। কোন মহিলা সন্তান উৎপাদন করে মা হতে পারেন, আবার কোন মহিলা সন্তান প্রতিপালন করে মা হতে পারেন বা নিষেকের জন্য ডিম্বাশয় সরবরাহ করে বা তার সাথে কিছু সংমিশ্রনের মাধ্যমে মা হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। এই ধরনের শর্তগুলি মাতৃত্বের ধারণা বা মা হওয়ার জন্য প্রয়োজন। যে মহিলারা প্রথম শর্ত (সন্তান উৎপাদন) ও তৃতীয় শর্ত (ডিম্বাশয়) গুলির সাথে মিলিত হয়ে মা হন তিনি হলেন জৈবিক মা (Biological Mother)। শুধুমাত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধুমাত্র সন্তান প্রতিপালন করে মা বলে চিহ্নিত হন সেই ধরনের মাকে বলব দত্তক মা (Adoptive Mother)। একজন দত্তক মা এমন এক মা, যিনি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি সন্তানকে দত্তক নিয়ে তার মাতা হয়ে ওঠেন।

জৈবিক মা (Biological Mother) যৌন মিলন বা ডিম্বাণু অনুদানের মাধ্যমে একটি শিশুর মা হন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জৈবিক মায়ের তার সন্তানের প্রতি আইনগত অধিকার নাও থাকতে পারে, যেখানে কোনো মহিলা শুধু ডিম্বাণু অনুদান করে থাকেন। অর্থাৎ যেখানে কোন মহিলা যখন সন্তান ধারণে অক্ষম হন, সেই ক্ষেত্রে সন্তানকামী পিতা মাতা অন্য মায়ের থেকে ডিম্বাণু গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে জৈবিক মা হলেন সেই মা যার থেকে ডিম্বাণু গ্রহণ করা হয়েছিল। সন্তানকামী পিতা-মাতারই একমাত্র আইনগত অধিকার থাকে।

সৎ মা (Step Mother) হলেন এমন একজন মহিলা যেখানে সন্তানের পিতার স্ত্রী এবং তাঁরা একই পরিবারে থাকতে পারেন, কিন্তু সন্তানের সাথে ওই স্ত্রীর কোন আইনগত অধিকার থাকে না। উপরোক্ত ধারণাগুলি মায়ের ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে না। 'মা' এর সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায় না। কারণ সামাজিক - সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। আমরা বলতে পারি 'মা' হলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, সন্তানের প্রতি যত্ন, স্নেহ ও ভালোবাসা ইত্যাদি যার ভেতর থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি জৈবিক মা হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার 'মা'-এর সম্বন্ধে আলোচনা করার পর এবার মাতৃসুলভ আচরণ এবং মাতৃত্ব-এর মধ্যেকার সম্বন্ধটি কেমন হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করবো।

**মাতৃসুলভ আচরণ (Mothering) এবং মাতৃত্ব (Motherhood):** আমরা জানি যে, সমস্ত মায়েরা তাদের সন্তানদের ভালবাসেন এবং তাদের প্রতি যত্নবান হন। এটি স্থান ও কাল নির্বিশেষে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছবিও সমাজে চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই কন্যাসন্তান জন্মালে অথবা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তান জন্মালে মা তার সন্তানকে পরিত্যাগ করেন। অথবা অনেক সময় সন্তান শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ বা অস্বাভাবিক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করলেও, দম্পতিরা সেই সন্তানকে পরিত্যাগ করেন বা সেই সন্তানের প্রতি স্নেহ বা মমতা পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায় না। এইসব ঘটনা আমরা খবরের কাগজ থেকে জানতে পারি, টেলিভিশনেও দেখতে পাই। মাতৃত্ব এবং মাদারিং এর ধারণা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। একজন মা কি এবং কিভাবে সন্তানদের যত্ন নেবে বা নেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ধারণাগুলি সময় ও স্থানের সাথে সাথে পৃথক হয়ে উঠেছে। আর সে কারণেই মা ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে কোন সাধারন নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না।

বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্যে, সামাজিক স্বীকৃতি এবং কাজের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের মাতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। যেমন, জন্ম- মাতৃত্ব (Birth Motherhood), সামাজিক- মাতৃত্ব (Social Motherhood) এবং যত্নশীল–মাতৃত্ব (Care-giving motherhood)। প্রথমতঃ জন্মদাত্রী মা হলেন সেই মা যিনি গর্ভধারণ করে সন্তানের জন্ম দেন। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক মা অর্থাৎ যে নারী বাস্তবে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন না, কিন্তু সামাজিক ও আইনগত ভাবে তিনি মা হিসেবে পরিচিত হন। এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যেতে পারে, দত্তক গ্রহণ কিংবা সারোগেসি পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে। যে দম্পতি দত্তক গ্রহণ করেন, সেই দম্পতির স্ত্রীর নাম আইনত ভাবে শিশুটির জন্ম শংসাপত্রে (Birth Certificate) শিশুর মা হিসেবে উল্লেখিত থাকে। তিনি সামাজিকভাবে সেই শিশুর মা হিসেবে পরিচিত হন। কিন্তু তিনি কখনই সেই সন্তানের জন্মদাত্রী মা হতে পারেন না। অপরপক্ষে, সারোগেসি পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে সন্তানহীন দম্পতিরা সন্তান লাভের জন্য সারোগেসি পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেন, সেখানে শিশুটির জন্ম শংসাপত্রে (Birth Certificate) সন্তানহীন চুক্তিবদ্ধ দম্পতির স্ত্রীর নামটি মা হিসেবে উল্লেখিত থাকে, সারোগেট মায়ের নাম নয়। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে সেই চুক্তিবদ্ধ নারীই মা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন।

তৃতীয়তঃ মাতৃত্বের যে দিকটি শিশুর লালন পালন এর সাথে জড়িত, যেমন খাওয়ানো, ড্রেসিং করা, নজরদারি করা, টয়লেট প্রশিক্ষণ দেওয়া, শিশুকে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি, তাকে দরদী মা বলা হয়। অবশ্য মা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিও সন্তান লালন পালনের এইসব কাজ সম্পাদন করতে পারেন। একথা বলা যেতে পারে যে,জন্মদাত্রী মা সামাজিক মা এবং যত্নশীল বা দরদী মা একই ব্যক্তি হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন। কিছু ক্ষেত্রে জন্মদাত্রী মা একজন সারোগেট মা হিসেবে পরিচিত হতে পারে। শিশুদের জন্মগত মা বা সামাজিক মা ছাড়াও অনেকেই আছেন যারা মায়ের মতোই দেখাশোনা যত্ন করেন যেমন, দিদা (grandmother), ভাই-বোন (Siblings), পালক মা (foster mother), চলাচলকারী বেবি সিটার (Commuting baby-sitters) এমনকি দাদুরাও (grandfather)। উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাপানে লিভ–ইন বেবি সিটার (Komori) এর কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি এই প্রসঙ্গে। এরা সারাদিন শিশুদের পিঠে চাপিয়ে রাখত এবং রাতের বেলা তাদের কাছে শুয়ে থাকতো। কারণ মহিলারা যাতে খামারে কৃষি কাজ করতে পারে।[৭] এমনকি আমাদের দেশে শিক্ষানবিশ (boy apprentices) কথা জানতে পারি যে, তারা বাচ্চাদের দেখাশোনা করত, যা মায়েদের থেকে কোনো অংশে কম নয়।

শিশুর বেড়ে ওঠা স্বাভাবিক জৈবিক নিয়মেই ঘটে থাকে। মা বা অন্যান্য সহায়ক ব্যক্তিগণ শিশুর বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক গতিকে সচল রাখতে সাহায্য করেন। এগুলিকে মাতৃসুলভ আচরণ (Mothering) বলা যায়। একদম ন্যূনতম যত্নের মধ্যে রয়েছে শিশুকে সুরক্ষা দেওয়া, তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, তাদের সুস্বাস্থের প্রতি নজর রাখা, এবং পরিবারের মধ্যে মানিয়ে নিতে বাচ্চাদের শিক্ষিত করে তোলা, তাদের সামাজিকীকরণ করা, যাতে ভবিষ্যতে সেই শিশুটি একটি বৃহত্তর সমাজ ও জাতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। জন্মদাত্রী মা বা শিশুদের মা হিসেবে নিবন্ধিত মহিলা কেবলমাত্র সমাজ দ্বারা মা হিসেবে স্বীকৃত। সামাজিক মাতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের দ্বারাও শিশুদের যত্ন ও প্রশিক্ষণ হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে আমরা যা বুঝেছি, জেনেছি তার থেকে একথা আমরা বলতে পারি যে, দরদী মা (Care-giving mother) যে কেউ হতে পারেন। জন্মদাত্রী বা গর্ভধারিণী মায়ের মধ্যে একই সঙ্গে যেমন 'মাতৃত্ব' এবং 'মাতৃত্ব সুলভ' বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান, কিন্তু দরদী মা (Care-giving mother) এর ক্ষেত্রে 'মাতৃত্ব সুলভ আচরণ' লক্ষ্য করা গেলেও তিনি জন্মদাত্রী মা হতে পারেন না। অতএব মাতৃত্ব, মাতৃসুলভ আচরণ (Mothering) সম্পর্কে ধারণা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

**উপসংহার:** আমরা উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে মমত্ববোধ, মাতৃত্ববোধ অথবা মায়ের স্নেহ, একটি সন্তান কেবলমাত্র মায়ের থেকেই পায় না। 'মাতৃত্ব' কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা ব্যক্তি ভিত্তিক বিষয় নয়। এটি একটি অনুভূতি, সন্তানের প্রতি একটি আবেগ যা মা বা মাতৃ তুল্য, যাকে আমরা সহজ বাংলায় বলি 'মায়ের মতো', সেই রকম যে কোনো মানুষের থেকে লাভ করতে পারি। আসলে মানুষ হিসাবে আমরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কিছু আবেগ ও অনুভূতি প্রকৃতির কাছে থেকে স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে থাকি, তেমন - মায়া - মমতা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি। এইসকল বিষয়গুলি প্রকৃতি আমাদের মানুষের বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রদান করেছে, লিঙ্গ ভিত্তিক বিষয় হিসাবে নয়। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানও যেখানে মানুষের মধ্যে সার্বিকভাবে 'আবেগ জাত বুদ্ধি'র (Emotional Quotient) পক্ষে সওয়াল করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কি ভাবে বলতে পারি যে, সদর্থক ও অত্যাবশ্যকীয় আবেগ ও অনুভূতি কেবল নারীই প্রাকৃতিকভাবে লাভ করেছে? আসলে এই সকল অনুভূতি আমাদের সম্পূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

**উৎস-নির্দেশ :**


১। মাতৃস্তোত্রম্. বৃহদ্ধর্মপুরাণ; অধ্যায়: ৬৪, শ্লোক ৭।

২। "William Makepeace Thackeray Quotes." Brainy Quote.com, BrainyMedia Inc, 2021. https://www.brainyquote.com/quotes/william makepeace thacker 137822 (Visited on 26 February 2021)

৩। The Complete works of Sister Nivedita.Vol.1, Kolkata: Ramkrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls School, ,Feb,1967.pp 501.502

৪। শরৎ রচনাবলী :নারীর মূল্য. দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠানং. ৫৭৬ - ৫৭৮।

৫। বেদান্তপ্রাণা, প্রব্রাজিকা (সম্পাদনা).জন্ম জন্মান্তরের মা, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠানং.৩৩।

৬। চাওলা, নবীন. মাদার টেরিজা: কলকাতা :আনন্দ পাবলিশার্স, জুন, ২০১৮, পৃষ্ঠানং. ৯৭ - ১০৩

৭। Ochiai, Emiko, and Stephen Filler. "The Postwar Japanese Family System in Global Perspective: Familism, Low Fertility, and Gender Roles." U.S. - Japan Women's Journal, no. 29, 2005, pp. 3 – 36.